এ একেবারে অন্তঃসারশূন্য ("উপমানস্য উৎকর্ষে ব্যতিরেকঃ ইতি রিক্তং বচঃ")]।

এইবার ফিরে আসা যাক অতিশয়োক্তিতে। তুলনাত্মক অলঙ্কারাবলীর পূর্ব্বপ্রান্তে উপমা, মাঝখানে রূপক, উত্তরপ্রান্তে অতিশয়োক্তি। রূপকের মতো আরোপের প্রশ্ন অতিশয়োক্তিতেও আছে; রূপকে শুধু আরোপ, এখানে আলঙ্কারিক ভাষায় **'উৎকট আরোপ'** (মহেশচন্দ্র)। 'উৎকট' মানে বিদ্‌ঘুটে নয়, সুনিশ্চিত।

আরোপের প্রশ্ন থাকায় উপমাশ্রেণীর শীর্ষস্থানীয় অলঙ্কার অতিশয়োক্তির নাম রূপক-অতিশয়োক্তি। এইটিই সত্যকার অতিশয়োক্তি।

এ ছাড়া, অন্যরকমের অতিশয়োক্তিও আছে। রূপকাতিশয়োক্তির কথা শেষ ক'রে, তাদের কথা বলব। রূপকাতিশয়োক্তির সঙ্গে গুরুতর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অতিশয়োক্তি নামে তাদেরও অভিহিত করা হয় কেন, সে কথা ব'লে তবে তাদের বিশদ পরিচয় দেব।

(ক) রূপকাতিশয়োক্তি

বিষয়ীর সিদ্ধ অধ্যবসায়ের নাম **রূপকাতিশয়োক্তি**।

এখানে 'বিষয়ী' উপমান, কাজেই 'বিষয়' উপমেয়। **অধ্যবসায়** কথাটার মানে বিষয় অর্থাৎ উপমেয়কে গ্রাস ('নিগরণ') ক'রে বিষয়ী অর্থাৎ উপমানকর্তৃক উপমেয়ের সঙ্গে অভেদপ্রতিপাদন। অন্যভাষায়, বিষয়নিগরণের দ্বারা অভেদ-প্রতিপত্তির নাম বিষয়ীর অধ্যবসায়। এই **গ্রাস সুনিশ্চিত** হ'তে পারে, আবার **অনিশ্চিত অথচ নিশ্চিতের কাছাকাছি** হ'তে পারে। উপমেয়ের সুনিশ্চিত গ্রাস মানে উপমেয়ের অনুপস্থিতি অর্থাৎ ভাষায় অপ্রকাশ; থাকে শুদ্ধ উপমান। উপমেয় নাই, একা উপমান রয়েছে—এর থেকে কল্পনা করা হয় উপমান উপমেয়কে করেছে উদরসাৎ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গ্রাস বা নিগরণ কথাটার অর্থ লাক্ষণিক। উপমানকর্তৃক উপমেয়ের গ্রাস যখন অনিশ্চিত অথচ নিশ্চিতের কাছাকাছি, তখন একটি **'যেন'**-র ভাব থাকে। 'যেন'-র ভাব মানে প্রবল সংশয়ের দ্যোতনা। এ সংশয় উপমান-কোটিক অর্থাৎ উপমান-পক্ষপাতী। সহজ কথায়, মনের ঝোঁক প্রায় চৌদ্দ আনা রকম পড়ে উপমানের দিকে; কিন্তু বাকী দু আনার সুযোগ নিয়ে উপমেয়টিও থেকে যায়। **অভেদ-প্রতিপাদনে বিষয়ীর (উপমানের) দ্বারা বিষয়ের (উপমেয়ের) পূর্ণ-গ্রাসরূপ**

যে অধ্যবসায়, তার নাম সিদ্ধ অধ্যবসায় এবং প্রায়নিশ্চিত গ্রাসরূপ যে অধ্যবসায়, তার নাম সাধ্য অধ্যবসায়। অধ্যবসায় **সিদ্ধ** অতিশয়োক্তিতে, **সাধ্য** উৎপ্রেক্ষায়। অতিশয়োক্তিতে বিষয়ীর জয় আত্ম-শক্তিতে, আর উৎপ্রেক্ষায় 'benefit of doubt'-এ। অতিশয়োক্তিতে উপমান সত্য, উৎপ্রেক্ষায় সত্যবৎ ; প্রথমটিতে উপমানের দীপ্তি শুভ্র, দ্বিতীয়টিতে একটু পাণ্ডুর।

দুটি সহজ উদাহরণে রূপকাতিশয়োক্তি এবং উৎপ্রেক্ষার পার্থক্যটুকু দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। তুলনার সুবিধার জন্য প্রথম উদাহরণটিকে ভেঙে দ্বিতীয়টি গ'ড়ে নিয়েছি।

(i) "তমালপাশে কনকলতা হেরে নয়ন জুড়ালো রে।
নবীননীরধর বামে দামিনী হেসে দাঁড়ালো রে॥"

—গোবিন্দ অধিকারী।

—রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের বর্ণনা করছেন পদকর্ত্তা। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ কই? এ তো কনকলতা-তমাল আর দামিনী-নবীননীরধর! ওই তমাল-নীরদের মাঝে কৃষ্ণ আর কনকলতা-দামিনীর মাঝে রাধা নিলীন হ'য়ে গেছেন। বর্ণসাদৃশ্যে শ্যাম শ্যামতমালের এবং শ্যামনীরদের কুক্ষিগত হ'য়ে গেছেন আর তপ্তকাঞ্চনবর্ণা রাধাকে উদরসাৎ করেছে কনকলতা এবং দামিনী। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ আর মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনীর এই অবস্থা। তবু কবির ভাষায় বলতে হয়—"হেরে নয়ন জুড়ালো রে"! কিন্তু রসের গোলোক থেকে অবতরণ করতে হচ্ছে অ-রসের গো-লোকে—উপমেয় রাধা এবং কৃষ্ণ যথাক্রমিক উপমান কনকলতা-দামিনীর এবং তমাল-নীরধরের দ্বারা নিঃসংশয়ে নিগীর্ণ (গ্রস্ত) হওয়ায় উপমানগুলির **অভেদ-অধ্যবসায়** হয়েছে **সিদ্ধ**। অতএব অলঙ্কার **রূপকাতিশয়োক্তি।**

এই উদাহরণের উৎপ্রেক্ষারূপ :

'শ্যামের বামে রাইকিশোরী হেরে নয়ন জুড়াল রে।
যেন নবীননীরদবামে দামিনী হেসে দাঁড়াল রে॥'—শ. চ.

—এখানে,

উপমা অলঙ্কারের মতন কোনো সাধারণ ধর্ম্মের ভিত্তিতে শ্যাম-কিশোরীর নবনীরদ-দামিনীর সঙ্গে তুলনা **সম্ভব হয় নাই**, '**যেন**' সে পথের **বাধা** ;

রূপক অলঙ্কারের মতন নবনীরদ-দামিনীর ধর্ম্ম শ্যাম-কিশোরীর উপর আরোপ করা **সম্ভব হয় নাই**, পথের কাঁটা '**যেন**' ;

অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের মতন নবনীরদ-দামিনীর দ্বারা শ্যাম-কিশোরীকে নিশ্চিতরূপে গ্রাস করিয়ে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয় নাই, পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে '**যেন**'।

কি হচ্ছে তাহ'লে? '**যেন**' প্রবলভাবে মনকে টানছে উপমান নবনীরদ-দামিনীর দিকে; বলছে, 'ওই উপমানই সত্য, শ্যাম কিশোরী সত্য নয়'। বুঝছি যে 'যেন'-র কথাটা মায়া, তবু চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছি না নবনীরদ-দামিনীর দিক্ থেকে। এই যে প্রায়-সর্ব্বগ্রাস, এর নাম **সাধ্য** অধ্যবসায়। প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষায় গ্রাসের মাত্রা আরও একটু বেশী।

(ii) "**কণ্টক**মাহ **কুসুম** পরকাশ।
ভ্রমর বিকল নাহি পাওয়ত বাস॥"—বিদ্যাপতি।
'কাঁটার মাঝে ফুলের পরকাশ।
ভোমরা বিকল পায় না সেথায় বাস॥' —শ. চ.

—কণ্টক, কুসুম, ভ্রমর এই উপমান তিনটি; কিন্তু এদের যথাক্রমিক উপমেয় জাতিকুল, রাধা, কৃষ্ণ নাই—উপমানগুলি এদের সম্পূর্ণরূপে গ্রাস ক'রে এদের সঙ্গে নিজেদের নিশ্চিত অভেদ প্রতিষ্ঠা করেছে।

(iii) "**যমুনার সুবাসিত জলে**
ডুবি থাকে **কালফণী** দুরন্ত দংশক!
সুখে থাকে বিশ্ববাসী।" —মধুসূদন।

—উপমান "যমুনার সুবাসিত জলে" এবং "কালফণী"; এদের দ্বারা গ্রস্ত যথাক্রমিক উপমেয় 'প্রমীলার পবিত্রমধুর অতল প্রেম' এবং ইন্দ্রজিৎ।

(iv) "**গলিত-রজতধারা** ফেনায়ে ফেনায়ে ছুটে চলে,
সহস্র **হীরকচূর্ণ** ঝলসিয়া ওঠে পলে পলে"—রাধারানী।

—'গলিত-রজতধারা' : জ্যোৎস্নায় শুভ্র তটিনী; 'হীরক-চূর্ণ' : কৌমুদীদীপ্ত শীকরনিকর, জলকণা।

(v) "ধনুর্দ্ধর ঘনশ্যাম
ব্যাধেরে আমার করিয়াছি পরিশ্রান্ত।"—রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাধ উপমান (বিষয়ী)। উপমেয় (বিষয়) অর্জ্জুন অনুল্লিখিত। চিত্রাঙ্গদার উক্তি। 'আমার'=চিত্রাঙ্গদার।

(vi) "বক্ষের নিচোলবাস যায় গড়াগড়ি,
ত্যজিয়া **যুগলস্বর্গ** কঠিন পাষাণে।"—রবীন্দ্রনাথ।

—যুগলস্বর্গ উপমান; উপমেয় স্তনযুগল অনুল্লিখিত।

(vii) "সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।"—সত্যেন্দ্রনাথ।

—উপমান সাগর এবং অগ্নি; উপমেয় ঈশ্বরচন্দ্র এবং মনের তেজ। [যদি কেউ মনে করেন যে সাগর বিদ্যাসাগরের সাগর, কাজেই শ্লেষ, তাহ'লে একে শ্লেষগর্ভ অতিশয়োক্তি ব'লে ধরতে হবে।]

(viii) "মুহূর্ত্তে অম্বরবক্ষে উলঙ্গিনী শ্যামা
বাজায় বৈশাখী-সন্ধ্যা-ঝঞ্ঝার দামামা।"—রবীন্দ্রনাথ।

শ্যামা=রণরঙ্গিণী কালী। উপমেয় কালবৈশাখী অনুক্ত।

(ix) "জানে না সে কিসের কারণ
নারীর অধরে হায় পান করে কালকূট মানে না বারণ।"
—মোহিতলাল।

—উপমেয় চুম্বনরস অনুক্ত।

(x) "দক্ষিণাগত দেহহীন দূত ঘরে ঘরে বাতায়নে—
এসেছে সে আজ, এসেছে সে আজ, জানাইল জনে জনে।"
—যতীন্দ্রমোহন।

উপমেয় মলয়সমীরণ (বসন্তানিল) অনুল্লিখিত। 'সে'=বসন্তকাল।

(xi) "আধঘুমে চাহি দেখিনু চমকি, ঝুলিছে সর্ব্বনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি,—
কসিয়া কোমর বাঁধা,
অলকগুচ্ছে আধঢাকা মুখ অস্বাভাবিক শাদা।"—যতীন্দ্রনাথ।

—'সর্ব্বনাশী'=কেয়াফুল (ঘরে টাঙিয়ে রাখা); 'নীলাম্বরী'=পর্ণপুট; 'অলকগুচ্ছ'=পরাগকেসর।

(xii) "ষোলটি বছরে জমানো অশ্রু
জমাট পাথরে হতেছে গাঁথা,
প্রেয়সীর শেষ-শয়ন বিছা'তে
মাটিতে বেহেশ্‌ত্‌ তুলেছে মাথা।"—মোহিতলাল।

—তাজমহল। 'বেহেশ্‌ত্‌'=স্বর্গ।

সাদৃশ্যাত্মক অলঙ্কারাবলীর শীর্ষস্থানীয় পূর্ণ উপমেয়গ্রাসের রূপকাতিশয়োক্তি এইখানে শেষ করলাম। এই **রূপকাতিশয়োক্তি** নামকরণটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর **পীযূষবর্ষ জয়দেবের**; তাঁর 'চন্দ্রালোক' থেকে এই নামটি নিয়েছি।

তিনি বলেছেন **রূপ্য যদি রূপকের মধ্যগত হয় তাহ'লে হয় রূপকাতিশয়োক্তি** ("রূপকাতিশয়োক্তিশ্চেৎ রূপ্যং রূপকমধ্যগম্")। অতিসুন্দর এই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাটি। **'রূপকের মধ্যগত রূপ্য'** কথাটার মানে **উপমেয় বা বিষয়ের ('রূপ্য') উপমান বা বিষয়ীর ('রূপকে'র) কুক্ষিগত হ'য়ে যাওয়া।**

অতিশয়োক্তির প্রকারভেদ পাঁচটি : (ক) **ভেদে অভেদ ;** (খ) **অভেদে ভেদ ;** (গ) **সম্বন্ধে অসম্বন্ধ ;** (ঘ) **অসম্বন্ধে সম্বন্ধ ;** (ঙ) **কার্য্যকারণের পৌর্ব্বাপর্য্যবিপর্য্যয়।**

এদের মধ্যে, **রূপকাতিশয়োক্তিতে 'ভেদে অভেদ'** ব'লে এইটিকে (ক)-চিহ্নিত করেছি। এইটিই একমাত্র সাদৃশ্যাত্মক অতিশয়োক্তি ; ইংরিজিতে Metaphor-এরই রূপবিশেষ ব'লে এটিকে স্বীকার করা হয়।

বাকী চারটিতে সাদৃশ্যলক্ষণ নাই। যদি কোথাও দেখা যায়, অতিশয়োক্তির কারণ সেখানে সাদৃশ্য নয়, অন্য কিছু।

'অতিশয়োক্তি' নামটি প্রথম পাই ষষ্ঠ শতাব্দীর আলঙ্কারিক আচার্য্য দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে। তিনি বলেছেন, বস্তুবিশেষ-সম্পর্কে কবির অভীষ্ট উক্তিটি যদি লৌকিক দৃষ্টিসীমা অতিক্রম ক'রে অলৌকিক মহিমা লাভ করে ("লোকসীমাতি-বর্ত্তিনী"), তাহ'লে উক্তিটি হয় অতিশয়োক্তি। এটি "অলঙ্কারোত্তমা"। শুধু তাই নয়, অতিশয়োক্তি অন্যান্য সকল অলঙ্কারের একমাত্র পরমাশ্রয় ("অলঙ্কারান্তরাণাম্ অপি একং পরায়ণম্") এবং **'অতিশয়'**-নাম্নী এই উক্তি বাচস্পতিরও পূজিতা ("বাগীশমহিতাম্ উক্তিম্ ইমাম্ **অতিশয়া**হ্বয়াম্")। (দণ্ডীর শ্লোক সন্ধি ভেঙে দেখালাম।)

"লোকসীমাতিবর্ত্তিনী" মানে এমন সূক্ষ্মসুন্দর উচ্চাঙ্গের কল্পনা, যা সাধারণ লোকের প্রতীতির বাইরে, অতএব বিদগ্ধজনের চিত্তচমৎকারী। অতিশয়োক্তি = **অতিশয়** + উক্তি এবং **অতিশয়** = লোকসীমাতীত, অলৌকিক।

সপ্তম শতাব্দীর ভামহ দণ্ডীর উক্তিরই প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন,— অতিশয়োক্তি হ'ল "বচো লোকাতিক্রান্তগোচরম্", "কোঽলঙ্কারোঽনয়া বিনা ?" (লোকাতিক্রান্তপ্রতীতিময়ী উক্তি অতিশয়োক্তি, অতিশয়োক্তি ছাড়া অলঙ্কারই হয় না)।

'অতিশয়'-ব্যাখ্যা :

'অতিশয়' কথাটির সম্বন্ধে ধ্বন্যালোকব্যাখ্যায় আচার্য্য অভিনবগুপ্ত